পয়েন্ট অব ভিউ

রজার ওর বাবাকে খুঁজতে এসেছে। আজ রোববার। নিয়ম অনুযায়ী আজ অফিস করার কথা নয় ওর বাবার। তবু এসেছেন তিনি। জরুরি কাজ পড়েছে। আর রজার এসেছে বাবার খোঁজ-খবর নিতে।

রজারের বাবাকে খুঁজে বের করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। সবাই চেনে তাঁকে। আসলে এই অফিসে জায়ান্ট কম্পিউটার মাল্টিভাক নিয়ে যারা কাজ করেন, বাইরে সবাই মিলে বসবাস করেন এক জায়গায়। এবং তাঁদের পরিবার পরিজন মিলে ছোটোখাটো একটা শহর গড়ে তুলেছে এদিকে। এই শহরবাসীরা পৃথিবীর সব বড় বড় সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত।

রোববারের রিসিপশনিস্ট ভালো করেই চেনে রজারকে। মেয়েটা বলল, 'বাবার সাথে দেখা করতে চাইলে নিচের করিডরে চলে যাও। তবে তিনি যা ব্যস্ত, তোমার সাথে আদৌ দেখা করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

হাল ছাড়ল না রজার। বাবাকে খুঁজতে নেমে এল নিচের করিডরে। এখানে বেশ কটি দরজা। এক দরজার ওপাশে নারী-পুরুষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সেই দরজা দিয়ে উঁকি দিল রজার। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতো আজ লোকজন কম বলে সহজেই খুঁজে বের করা যাচ্ছে–কোথায় কোথায় কাজ হচ্ছে অফিসে।

banglainternet.com

বাবাকে খুব সহজে খুঁজে পেল রজার। বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হল ওর। তাঁর চেহারাটা কেমন বিষণ্ন। মোটেও সুখী মনে হল না। নিশ্চয়ই কোথাও গড়বড় হয়েছে অফিসে।

'শোনো রজার,' বললেন বাবা। 'আমি খুব ব্যস্ত। তোমাকে বোধহয় সময় দিতে পারব না।'

পাশেই দাঁড়িয়ে বাবার বস। বাবাকে তিনি বললেন, 'কাজটাজ এখনকার মতো বাদ দাও, অ্যাটকিন্স। পাক্কা নয় ঘণ্টা ধরে এই কাজটা নিয়ে পড়ে আছ তুমি, কিন্তু লাভ হয়নি একটুও। কাজেই আপাতত বিশ্রাম দরকার তোমার। যাও, ছেলেকে নিয়ে কিছু খাও গে। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলে এসো।'

বসের আদেশ বাবার খুব একটা মনঃপূত হয়েছে বলে মনে হল না। বাবার কোঁচকান চেহারা দেখে তাই আন্দাজ করল রজার। অ্যানালাইজার। তবে যন্ত্রটার কাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই রজারের। রজার শুনেছে, গোলমাল শুরু করেছে মাল্টিভাক। বাবা যন্ত্রটা দিয়ে এই ত্রুটি মেরামতেই লেগেছেন কিনা–কে জানে।

'ঠিক আছে,' অ্যানালাইজারটা রেখে ছেলেকে বললেন বাবা। 'চলো, আমরা হ্যামবার্গার খেয়ে আসি। এই ফাঁকে এখানকার এই বুদ্ধির জাহাজেরা বুঝুক, আমি না থাকলে কী হয়।'

মুখহাত ধুয়ে ছেলেকে নিয়ে রওনা হলেন বাবা। কমিস্যারিতে গিয়ে বসে গেলেন বড় বড় দুটো হ্যামবার্গার নিয়ে। সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং সোডা পপও এল দুজনের জন্যে।

খেতে খেতে রজার বলল, 'মাল্টিভাক কি এখনো কথা শুনছে না, বাবা?'

বাবা বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'কোনো অগ্রগতি হয়নি কাজে, পরে এ ব্যাপারে বলব তোমাকে।'

'শুনেছিলাম, এখনো নাকি চালু আছে ওটা।'

'ও, হ্যাঁ, কাজ করে যাচ্ছে। তবে সব সময় সঠিক উত্তরটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

রজারের বয়স তেরো। সেই ক্লাস ফোর থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করে আসছে ও। মাঝেমধ্যে কম্পিউটারের ওপর ঘেন্না ধরে যায় ওর। তখন ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই বিংশ শতাব্দীতে, যে সময়ের ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারের কোনো কাজে অভ্যস্ত ছিল না। এ সময়ের রজাররা কিন্তু দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে

কম্পিউটারকে। কখনো সখনো বাবার সাথে কথা বলার সময় বেশ সহযোগিতা করে থাকে রজারের কম্পিউটার বিদ্যা।

বাবাকে রজার বলল, 'তুমি কীভাবে বলছ যে, সবসময় সঠিক উত্তর দিচ্ছে না মাল্টিভাক? যদি মাল্টিভাকই একমাত্র উত্তরটা জেনে থাকে, তাহলে সে উত্তরটা বলবে না কেন?'

ছেলের প্রশ্নে কাঁধ ঝাঁকালেন বাবা। রজারের হঠাৎ মনে হল, ওর প্রশ্নের কোনো জবাব আদৌ পাবে না বাবার কাছ থেকে। ব্যাখ্যা করা কঠিন –বলে এড়িয়ে যাবেন বাবা।

কিন্তু বাবা তা করলেন না। ছেলেকে বললেন, 'বাবা রে, মাল্টিভাকের যে ব্রেন, সেটা বিশাল এই কারখানার মতোই জবড়জঙ্গ। কিন্তু এরপরেও এই ব্রেন আমার এই মস্তিষ্কের মতো এতটা জটিল নয়।'

মাথায় টোকা মেরে দেখালেন বাবা। বলে চললেন, 'মাঝেমধ্যে মাল্টিভাক আমাদের এমন এক প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দিয়ে দেয়, সে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষকে পার করতে হয়েছে হাজার বছর। কিন্তু সেই উত্তর নিয়ে যদি কখনো সংশয় দেখা দেয়, তাহলে মাল্টিভাককে আবার জিজ্ঞেস করলে সম্পূর্ণ অন্য উত্তর আসে। এবার বুঝে দেখ, মাল্টিভাক যদি পুরোপুরি ঠিক থাকত, তাহলে একই প্রশ্নের জন্য আমরা সবসময় একই উত্তর পেতাম। এখন যেহেতু একই প্রশ্নের দুটি উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই একটি ভুল।

'এখন কথা হচ্ছে কি, জান, আমরা কী করে জানব মাল্টিভাককে সবসময় আমরা ঠিকমতো ধরতে পারছি না? আর কী করেই বা জানব যে, অতীতে মাল্টিভাক আমাদের কিছু প্রশ্নের ভুল উত্তর দেয়নি? সব মিলিয়ে একটা গোলমেলে পরিস্থিতি। মাল্টিভাকের কিছু উত্তরের ওপর নির্ভর করে হয়তো বা এখন চলতে থাকলাম আমরা, কিন্তু তা যদি ভুল হয়ে থাকে, এবং আমরা তা না জানি, তাহলে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনেশে কিছু ঘটে যেতে পারে। এবং তুমি তো জান, যে কোনো ভুলের পরিণতি মন্দ ফল বয়ে আনে।'

'কিন্তু মাল্টিভাক মন্দ হতে যাবে কেন?' জিজ্ঞেস করল রজার। বাবা তাঁর হ্যামবার্গার শেষ করে এখন একটা একটা করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

banglainternet.com

খাচ্ছেন। চিন্তিত কণ্ঠে ছেলেকে বললেন তিনি, 'আমার ধারণা, মাল্টিভাককে চালাক-চতুর করে গড়ে তোলার পদ্ধতিটাই ছিল ভুল।'

'কেন ?'

'দেখ রজার, মাল্টিভাকের যদি ঠিক মানুষের মতো জ্ঞান গম্যি থাকত, আমাদের মতো কথা বলতে পারত, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করে সহজেই ভুলের উৎসটা বের করা যেত–তা মাল্টিভাকের ব্রেন যত জটিলই হোক না কেন। আর যদি সে একেবারেই বোবা যন্ত্র হত, তাহলে ধরাবাঁধা কিছু সহজ ভুল করত, আমরা সহজেই তা ধরে ফেলতাম। মানুষের সাথে বিবেচনা করলে বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে মাল্টিভাক হচ্ছে একটা আধা-স্মার্ট যন্ত্র। ইডিয়ট গোছের লোক যেমন হয়ে থাকে আর কি। আবার দেখ, এই বেটা ভুল করার বেলায় ওস্তাদ, নটখটি বাধিয়ে দিতে জুড়ি নেই, অথচ সেই ভুলটা যে শুধরাতে যাব–এই বুদ্ধি বাতলে দেয়ার ক্ষমতা নেই। এখানেই মাল্টিভাকের স্মার্টনেসের ঘাটতি।

বাবাকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছে এখন। তিনি বললেন, 'এখন মাল্টিভাক নিয়ে মহাফাঁপরে পড়ে গেছি আমরা। কী করব–বুঝে উঠতে পারছি না। না পারছি ওকে আরো স্মার্ট বানাতে, না পারছি একেবারে বোবা করে দিতে–বিষম সমস্যা। মাঝেমধ্যে পৃথিবীর সমস্যাগুলো এতই জটিল হয়ে ওঠে, তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাই আমরা। তখন মাল্টিভাককে সমস্যাটা জানিয়ে স্ক্রিন থেকে জেনে নিতে হয় উত্তর। কাজেই মাল্টিভাককে বোকা করে দেয়া মানে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা।'

'মাল্টিভাককে বন্ধ করে দিয়ে আবার যদি চালু করা যায়—'

'আমরা তা পারি না, বাবা', বাবা বললেন, 'রাশি রাশি সমস্যা জমে আছে আমাদের কাঁধে। কাজেই রাতদিন প্রতি মুহূর্তে মাল্টিভাককে চালু না রেখে উপায় নেই।'

'কিন্তু বাবা, মাল্টিভাক যদি একের পর এক ভুল করেই চলে, তাহলে ওকে বন্ধ করে দেয়া কি ভালো নয় ? সে যা বলছে, তোমরা যদি বিশ্বাস করতে নাই পার, তাহলে—'

'ঠিক আছে,' রজারের চুলগুলো আলতো করে নেড়ে দিলেন বাবা। 'আমরা ভেবে দেখব ব্যাপারটা। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, বুড়ো।'

কিন্তু বাবাকে চিন্তিত দেখাল। তাঁর চোখের বিষণ্ন দৃষ্টি বদলায়নি একটুও। রজারকে তিনি তাড়া দিয়ে বললেন, 'এবার খেয়ে নাও তো চটপট। তারপর চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'শোনো, বাবা' বলল রজার। 'আমার একটা কথা শোনো আগে। তোমার কথা মতো মাল্টিভাক যদি আধা-স্মার্ট হয়, তাহলে সে ইডিয়ট হতে যাবে কেন ?'

'মাল্টিভাককে নিয়ে আমাদের ভোগান্তি যদি একবার দেখতে, তাহলে আর একথা বলতে না, ছেলে।'

'আমার কথাও তো তাই, বাবা। তাকে বলা হচ্ছে একটা, আর সে করছে আরেকটা। এবং তাকে দেখা হচ্ছে অন্যভাবে। এই যেমন আমার কথাই ধরো না। আমি কিন্তু মোটেও তোমার মতো বুদ্ধিমান নই। তুমি যা জান, বলতে গেলে তার কিছুই জানি না আমি। তাই বলে তো আমি ইডিয়ট নই। যে রকম মাল্টিভাকও হয়তো বা ইডিয়ট নয়, বলতে পারো আমার মতো একজন কিশোর।'

হো হো করে হেসে উঠলেন বাবা। বলল, 'খুব মজার কথা বলেছ তো। তা–ইডিয়ট না হলে মাল্টিভাক যদি তোমার মতো একটা কিশোর হয়, তাতে কি কোনো পার্থক্য ধরা পড়বে ?'

'প্রচুর পার্থক্য ধরা পড়বে,' বলল রজার। 'যেমন তুমি ইডিয়ট নও বলে জান না–একটা ইডিয়টের মন কেমন। কিন্তু আমি একটা কিশোর বলে আরেকটা কিশোরের মন-মানসিকতা বুঝতে পারি।'

'তাই ? তাহলে বলো তো শুনি–একটা কিশোরের মন কেমন ?'

'বেশ, শোনো, তুমি বলেছ যে, মাল্টিভাককে রাতদিন ব্যস্ত রাখ তোমরা। একটা মেশিন এটা পারে। কিন্তু তুমি যদি আমার মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হোমওয়ার্ক করতে বলো, তাহলে একসময় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে সে এবং হাঁপ ধরার ফলে একের পর এক ভুল করতে থাকবে। ফলে উদ্দেশ্য সফল হবে না। কাজেই মাল্টিভাককে রোজ দু-এক ঘণ্টা বিশ্রাম দেয়া উচিত। এ সময় কোনো

banglainternet.com

সমস্যা সমাধান থেকে বিরত থাকবে সে। মগ্ন হবে চিত্ত বিনোদনে। যেভাবে খুশি এই সময়টা আনন্দ ফুর্তিতে কাটাবে মাল্টিভাক।'

চেহারাটা শক্ত হয়ে গেল বাবার। যেন রজারের কথাগুলো গভীরভাবে তলিয়ে দেখছেন তিনি। পকেট কম্পিউটারটা বের করে কী সব হিসেব মেলাতে লেগে গেলেন বাবা। বেশ কিছুক্ষণ পকেট কম্পিউটারটা টেপাটেপি করে বললেন, 'তুমি যা বললে, রজার, তা যদি কাজে পরিণত করা যায়, সেটা একটা অনুভূতির ব্যাপার হবে বটে, কিন্তু মাল্টিভাককে চব্বিশ ঘণ্টার বাইশ ঘণ্টা ব্যস্ত রাখলে অধিক সুফল পাওয়া যাবে–এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াটা হবে মস্ত এক ভুল।'

কথা শেষ করে আবার পকেট কম্পিউটারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাবা। এক সময় হতাশভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। যেন হিসেবটা মিলছে না তার। হঠাৎ পকেট কম্পিউটার থেকে চোখ তুলে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'এইমাত্র যা বললে, এ ব্যাপারে কী তুমি নিশ্চিত, রজার ?'

যেন রজার সত্যিই একজন মাল্টিভাক বিশেষজ্ঞ।

রজার মাথা ঝাঁকিয়ে বিজ্ঞের মতো বলল, 'হ্যাঁ বাবা, বাচ্চাদের তো খেলাধুলোও করতে হয়।'

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

banglainternet.com